ভোরের কাগজ

JAN 1 2 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

জমে উঠেছে ঢাকা বইমেলা, ছুটির দিনে মেলায় উপচেপড়া ভিড়

কাগজ প্রতিবেদক : এই প্রথমবারের মতো জমে উঠলো ঢাকা বইমেলা। গতকাল শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত বইমেলা প্রাঙ্গণ দর্শক ও ক্রেতাশূন্য থাকলেও সন্ধ্যার পর ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড়ে বেশ জমে ওঠে মেলা। সন্ধ্যার পর থেকেই দলে দলে দর্শক ও ক্রেতারা আসতে শুরু করে মেলায়। দর্শকশূন্য মেলা যেন মুহূর্তেই রূপ পায় জনসমুদ্রে। উচ্ছল তরুণ-তরুণী ও বিভিন্ন বয়সী মানুষের ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণ যেন পরিণত হয় হইচই ও আনন্দের হাটে। হতাশ প্রকাশকদের দেদার বিক্রি করতে দেখা যায় নিজেদের প্রকাশিত বইগুলো। অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, ভেবেছিলাম— এবার মেলা বোধহয় আর জমবেই না। এতো মানুষের ভিড় ও বিক্রি দেখে খুবই ভালো লাগছে। হয়তো আজকের বিক্রিতেই পুষিয়ে নেওয়া যাবে গত কয়েকদিনের ক্ষতিটা।

গতকাল শুক্রবার ছিল সাধারণ ছুটি এবং ঢাকা বইমেলার ১১তম দিন। সকাল ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খোলা ছিল মেলা। সঙ্গত কারণে প্রকাশকদের প্রত্যাশাও ছিল অধিক। আর ক্রেতা ও দর্শকদের উপচেপড়া ভিড়ে সে প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণও হয় বিক্রেতাদের। প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রায় প্রত্যেকেরই বিক্রি হয়েছে গড়ে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা। এ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে প্রকাশকরা জানান, এমনিতেই এই মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যায় না, তার ওপর যদি আজকে বিক্রির পরিমাণ না বাড়তো, তাহলে হয়তো এই মেলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়তেন প্রকাশকরা।

গতকালের উপচেপড়া ভিড় ও বিক্রিবাট্টা ভালো হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা গেছে মেলায় আগত বেশ কয়েকজন তরুণ লেখককেও। এদেরই একজন আরিফ আহমেদ। এই বইমেলায় তার কোনো বই প্রকাশ না পেলেও একুশের বইমেলায় ম্যামন পাবলিশার্স থেকে বেরুচ্ছে তার একটি কাব্যগ্রন্থ। তিনি বলেন, বই বিক্রি ও পাঠকের পরিমাণ যদি এভাবে বাড়তেই থাকে, তবে তরুণ লেখকদের বই প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠবে প্রকাশকরাও। বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলেছেন জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কর্মকর্তারাও। তারা বলেন, বিগত দিনগুলোর তুলনায় ঢাকা বইমেলার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। সবাই মিলে সমান সচেষ্ট হলে এই মেলা অবশ্যই একদিন আন্তর্জাতিকমানে রূপ পাবে।

প্রতিদিনের মতো গতকালও ঢাকা বইমেলায় বেশকিছু নতুন বই এসেছে। বইগুলো হলো— পলাশ প্রকাশনীর পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের 'রাখালী গান' বইটির পুনর্মুদ্রণ, জনতা প্রকাশ-এর রফিকুজ্জামান হুমায়ূন সম্পাদিত 'সেরা ভূতের গল্প' ও 'বিশ্বের সেরা রূপকথা', এবং রহমান বুকস থেকে প্রকাশিত জিল্লুর রহমানের লেখা 'দ্য ব্রেইন' ও 'ভোম্বল ও ডাকাতদল'। তবে পুরোনো বেশ কিছু বইও গতকাল দেদার বিক্রি হতে দেখা গেছে মেলায়। এর মধ্যে রয়েছে আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদের লেখা ৩টি বই। বইগুলো হচ্ছে— প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আমার অবিশ্বাস', 'নারী' ও জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক 'মহাবিশ্ব'। এছাড়াও একই প্রকাশনীর অনিন্দ্য সাক্ষ্যর লেখা ছোটদের বই 'আইজ্যাক নিউটন' ও বিশিষ্ট ছড়াকার লুৎফর রহমানের লেখা দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার সংবলিত গ্রন্থ 'ছোটদের বন্ধু' বই দুটোও দেদার বিক্রি হতে দেখা গেছে। তবে গত কয়েকদিনে অধিক বিক্রিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে— অঙ্কুর প্রকাশনীর তসলিমা নাসরীনের লেখা উপন্যাস 'শোধ', 'ফরাসি প্রেমিক', ড. কামাল হোসেনের লেখা 'স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১', ড. হাসান উজ্জামানের লেখা '১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান, মুজিব হত্যা ও ধারাবাহিকতা' ইত্যাদি।

প্রতিবারের মতো এবারো ঢাকা বইমেলায় অংশ নিয়েছে বেশকটি প্রকাশনা সংস্থা। এগুলো হলো— ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড, ইরান কালচারাল সেন্টার, জাপান এবং বিশ্বব্যাংক। তবে এদের মধ্যে ইরান ও জাপান স্টলের অধিকাংশ বইগুলোই শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। এমনকি ইরানের স্টলের বই ও পত্রপত্রিকাগুলোতে হাত দেওয়াও নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে আগ্রহী ক্রেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিক্রিই যদি না করবে, তাহলে আর স্টল দেওয়া কেন। বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে জাপান স্ট্যাডি সেন্টারের প্রতিনিধি আইনুল ইসলাম ও আজাদ রহমান বলেন, বাংলাদেশে জাপানসহ বিদেশী বই বিক্রির তেমন কোনো বাজার নেই। তাছাড়া বিদেশী বইয়ের দামও বেশি। তাই আন্তর্জাতিক পাবলিশিং কোম্পানিগুলোও মেলায় আসে না। অথচ জাপানের এই বইগুলো ফেরত নেওয়ার পর স্ট্যাডি সেন্টার তা উপহার দিয়ে দেবে। এ বিষয়ে সরকার যদি বিদেশী সরকারগুলোর সঙ্গে একটু সমঝোতায় যায়, তবে কম দামে সহজেই তা দেশের মানুষ কিনতে পারে। আজ ৮ম ঢাকা বইমেলার ১২তম দিন। ৩ জানুয়ারি থেকে মেলা মাঠে শুরু হওয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে আজ রয়েছে— শতবর্ষের পুরাতন গ্রন্থাগার শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। শুরু হবে বিকাল সাড়ে ৩টায়।